ইউনিট ৭

মৌলিক ইবাদাতসমূহ

ভূমিকা

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও নৈকট্য লাভ হচ্ছে ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য। তিনি একমাত্র মাবুদ। আর আমরা তাঁর বান্দা। বান্দার কাজ হচ্ছে মাবুদের ইবাদাত করা। ইসলামে কতকগুলো মৌলিক ইবাদাত আছে। যেমন- সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। এ ইউনিটে এসব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	এ ইউনিটের পাঠগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অধ্যয়নে সময় লাগবে সর্ব্বোচ্চ ৬ দিন।

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

এ ইউনিটের পাঠগুলো হলো-

পাঠ-১ : ইবাদাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

পাঠ-২ : সালাতের গুরুত্ব ও শিক্ষা

পাঠ-৩ : যাকাতের গুরুত্ব ও শিক্ষা

পাঠ-৪ : যাকাতের নিসাব ও ব্যয়ের খাত

পাঠ-৫ : সাওমের গুরুত্ব ও শিক্ষা

পাঠ-৬ : হজ্জের গুরুত্ব ও শিক্ষা

পাঠ -১: ইবাদাতের পরিচয় ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- ইবাদাতের অর্থ বলতে পারবেন;
- ইবাদাতের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ইবাদাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইবাদত, আশরাফুল মাখলুকাত, জিন।

১.১ (عبادة)ইবাদাতের পরিচয়

ইবাদাত আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব করা, বন্দেগি করা, আনুগত্য করা, উপাসনা করা, স্তব-স্তুতি করা, আরাধনা-অর্চনা করা।

ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমরা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর প্রেরিত নবীর প্রদর্শিত পথে যে কাজ করি তাই ইবাদাত। আল্লাহর প্রতি মানুষের যে সব দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে তা পালন করাই ইবাদাত। মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হল ইবাদাতের মূল লক্ষ্য। সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেক আল্লাহ নির্দেশিত যে কোন কাজই ইবাদাত। মোটকথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) কর্তৃক নির্দেশিত পথের সমস্ত কাজই ইবাদাত। আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (স) প্রদর্শিত পথে চলাই ইবাদাত। এভাবে আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত পথে চলি তাহলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। আমাদের তিনি পুরস্কৃত করবেন। দুনিয়া ও আখিরাতে আমরা পাব অনাবিল সুখ আর শান্তি।

১.২ মানব জীবনে ইবাদাতের গুরুত্ব

ইবাদাতের জন্যই মানুষের সৃষ্টি

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন ও পালন করছেন। তাঁরই হাতে রয়েছে আমাদের জীবন-মরণ। তিনিই আমাদের মালিক-মনিব, প্রভু। আমরা তাঁর বান্দা। আমাদের কাজ হল তাঁর হুকুমমত চলা ও তাঁরই ইবাদাত-বন্দেগি করা। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁরই ইবাদাত-বন্দেগির জন্য সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন-

"আমি জিন ও মানুষকে শুধু আমার ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিআত ৫১ : ৫৬)

আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়নই ইবাদাত

আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা জীব (আশরাফুল মাখলুকাত) হিসাবে অতীব সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। আমরা আল্লাহর অগণিত নিয়ামতরাজির মধ্যে ডুবে আছি। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁরই প্রতিনিধি করে এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। তাই আমরা আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র তাঁরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলব, তাঁরই নিয়মমত পৃথিবীকে চালাব, এটাই আমাদের কাছে ইসলামের দাবি।

ইবাদাত কেবল আল্লাহর জন্যই

মহাবিশ্বের সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় আর কারও অংশীদারিত্ব নেই, তার সমকক্ষও কেউ নেই। তাই ইবাদাত করতে হবে একমাত্র তাঁরই জন্য। আল্লাহ বলেন - "তারা তো কেবল এ জন্যেই আদিষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর জন্যে একান্তভাবে দাসত্ব ও গোলামী করবে।" (সূরা বায়্যিনাহ- ৯৮ : ৫)

বান্দার সকল কাজই ইবাদাত

ইবাদাত মানে শুধু উপাসনা বা আধ্যাত্মিক ইবাদতকে বুঝায় না। আল্লাহর নির্দেশিত পথে মুমিনের সকল কর্মকাণ্ড ইবাদাতের শামিল। আল্লাহর ঘোষণা থেকে তাই বুঝা যায়। তিনি বলেন : "সালাত আদায় করার পর ভূ-মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়, আর আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধানে ব্যাপৃত হও।" (সূরা জুমুআ ৬২ : ১০)

ইবাদাত সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর জন্য

মানুষ যাতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম মানার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়; সে জন্য আল্লাহ তা'আলা দয়া করে আমাদের জন্য সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জের মত চারটি বুনিয়াদি ইবাদাত বাধ্যতামূলক করেছেন। নির্দিষ্ট সময়ে এই ইবাদাতগুলোর মাধ্যমে আমরা সর্বক্ষণের জন্যে আল্লাহর ইবাদাত করার এবং ইবাদাতে নিয়োজিত থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি।

সকল নবী ইবাদাতের প্রতি আহ্বান করেছেন

পৃথিবীতে যত নবী-রাসূলের আগমন ঘটেছে, সবাই আল্লাহর ইবাদাতগুযার বান্দা ছিলেন। যেমন- আল্লাহ বলেন : "তারা সবাই আমার ইবাদাতগুযার বান্দা ছিলেন।" (সূরা আম্বিয়া ৭৮ : ৭৩) আর সকল নবী-রাসূলের একই আহ্বান ছিল- "তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাগুতকে পরিত্যাগ কর।"

দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির জন্য ইবাদত

মানুষের পার্থিব জীবনে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য যেমন আল্লাহর ইবাদত করা এবং তারই হুকুম আহকাম মেনে চলা অপরিহার্য, তেমনি পরকালীন জীবনে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতের অনন্ত সুখ-শান্তির জন্য ইবাদাত করা প্রতিটি মানব সন্তানের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

সারসংক্ষেপ

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেবা জীব। মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অতি মহৎ। মহান আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করা। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে তাঁর ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও নৈকট্য লাভ হচ্ছে ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যাবতীয় উত্তম কাজই হল ইবাদাত। তিনি একমাত্র মাবুদ। আমরা তাঁর আব্‌দ বা বান্দা। আবদের কাজ হচ্ছে মাবুদের ইবাদাত করা। ইসলামে কতকগুলো মৌলিক ইবাদাত আছে। যেমন- সালাত, যাকাত, সাওম, হজ্জ।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি**)** **/শিক্ষার্থীর কাজ**	"বান্দার কাজ বন্দেগি" এর তাৎপর্য পরস্পর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সৃষ্টির সেরা জীব কী ?

(ক) মানুষ (খ) ফেরেশতা

(গ) জিন (ঘ) দানব

২। মানুষকে কোন মহৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে ?

(ক) পিত-মাতার খিদমতের জন্য (খ) একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য

(গ) স্বামীর খিদমতের জন্য (ঘ) মানুষ মানুষের জন্য

৩। ইবাদত মানে হলো -

i. দাসত্ব করা ii. বন্দেগি করা iii. আনুগত্য করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। মৌলিক ইবাদত হলো ?

i. নামায ii. রোযা iii. হজ্জ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে ?

(ক) কাজ করার জন্য (খ) খাওয়ার জন্য

(গ) একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য (ঘ) লেখা-পড়ার জন্য

৬। বান্দার সকল ভালো কাজকে কি বলা হবে ?

(ক) দায়িত্ব (খ) ইবাদত

(গ) কর্তব্য (ঘ) মানবাধিকার

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

নিসার উদ্দীনরা চার ভাই ও তিন বোন। বোনদের অনেক আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের পিতা মৃত্যুর সময় অনেক সম্পদ রেখে গেছেন। পিতার মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে সম্পদ নিয়ে ভাই-বোনদের মাধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়। কারণ তিন প্রবাসী বোন জানতে পারে যে, চারভাই মিলে বোনদের বঞ্চিত করে পিতার সকল সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিয়ে গেছে। এতে বোনরা ক্ষিপ্ত হন। উপায়ন্তর না দেখে চারভাই-এর বিরুদ্ধে বোনেরা আদালতে মামলা দায়ের করেন।

ক. ইবাদত কী ? ১

খ. 'আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. চারভাই ইসলামের কোন বিধানটি লঙ্ঘন করেছেন ? কীভাবে ? ৩

ঘ. মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কুরআন-হাদিসের আলোকে বর্ণনা করুন। ৪

উদ্দীপক-২

রাজিব ও হুমায়ূন দুই বন্ধু। রাজিব ইসলামের মৌলিক ইবাদতসমূহ পুরোপুরি পালন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু হুমায়ূন কখনো পালন করেন আবার কখনো ত্যাগ করেন।

ক. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী ? ১

খ. ইবাদতের হকদার কে ? ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. ইসলামে মৌলিক ইবাদতগুলো কি কি ? ৩

ঘ. সালাত মানুষকে কীভাবে সামাজিক হতে সাহায্য করে-বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ঘ ৪। গ ৫। গ ৬। খ

পাঠ-২: সালাতের গুরুত্ব ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- সালাত কাকে বলে বলতে পারবেন;
- সালাতের গুরুত্ব বুঝাতে পারবেন;
- সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সালাতের সামাজিক শিক্ষার বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সালাত, স্তম্ভ, দু'আ, প্রার্থনা, বান্দা, মিরাজ, দায়িত্ব, মিফতাহ, হাদিসে কুদসি, মানসিক প্রশান্তি।

২.১ সালাতের পরিচয়

ইসলামি জীবনব্যবস্থা পাঁচটি মূল স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সালাত পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় স্তম্ভ। ঈমানের পরই এর স্থান। সালাত শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

সালাত আরবি শব্দ-এর অর্থ– দু'আ, প্রার্থনা, সান্নিধ্য। যেহেতু নামাযে দুআ ও প্রার্থনা রয়েছে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি হয় ও তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া যায়, তাই নামাযকে আরবিতে সালাত বলা হয়।

২.২ সালাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

ইসলাম যে পঞ্চ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে সালাতের স্থান দ্বিতীয়। ইসলামে সালাতের গুরুত্ব এতই বেশি যে, সালাত ব্যতীত ইসলামের কল্পনাই করা যায় না। যে সালাত পরিত্যাগ করে সে যেন ইসলামকেই ধ্বংস করে ফেলে। সালাত ত্যাগ করা কুফরেরই নামান্তর। সালাত সর্বোত্তম ইবাদাত। সালাত বেহেশতের চাবি। আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি সালাতের মাধ্যমেই হয়। সালাতের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। সালাত মানবসমাজে সাম্য, শৃঙ্খলা সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, নেতৃত্ব নির্বাচন, আনুগত্য ইত্যাদি শিক্ষা দেয়। অতএব ইসলামে সালাতের ধর্মীয় এবং সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম।

দাসত্বের প্রকাশ

সালাতে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে আনুগত্য, দাসত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। হাদিসে কুদ্‌সিতে আছে, আল্লাহ বলেন : "বান্দা যখন সিজদা করে তখন আমি তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হই।" নামাযের মাধ্যমে নামাযী ব্যক্তি জান্নাত লাভ করবে। কেননা নামায হল বেহেশতের চাবি। মহানবি (স) বলেন-"নামায বেহেশতের চাবি।" নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলাকে অত্যধিক স্মরণ করার সুযোগ হয়। যে ব্যক্তি যত অধিক নামায আদায় কওে, সে তত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে।

মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কারী :

ইসলাম ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য করার প্রধান উপায় হচ্ছে সালাত। মহানবি (স) বলেছেন : "মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বস্তু হলো নামায বর্জন করা।" নামায হচ্ছে ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। যে মুমিন। নামায আদায় না করে কেউ মুমিন হতে পারে না। মহানবি (স) বলেন- "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দেয় সে কাফির হয়ে যায়।"

মহানবি (স) বলেছেন : "নামায দ্বীনের স্তম্ভ, যে ব্যক্তি নামায প্রতিষ্ঠা করে সে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করল। আর যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল সে যেন ইসলামকেই ধ্বংস করে ফেলল।"

সর্বোত্তম নেক আমল :

মহানবি (স) -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, কোন কাজ সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বলেন: "সময়মত নামায পড়া" নামায মানুষের দেহ-মনকে সকল প্রকার পাপ-পংকিলতা হতে মুক্ত করে। মহান আল্লাহ বলেন-"নিশ্চয় নামায মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ হতে বিরত রাখে।"

নামাযে মানসিক পরিশুদ্ধি ঘটে এবং প্রশান্তি লাভ হয়। কেননা নামাযের জন্য পবিত্রতা অর্জন পূর্বশর্ত। আর নামায আদায় করতে বাহ্যিক পবিত্রতা তথা উযু ও গোসল করে দৈহিক পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। তারপর জায়নামাযে দাঁড়িয়ে মন হতে সকল প্রকার পার্থিব লোভ লালসা, হিংসা-দ্বেষ, ইত্যাদি মানসিক পাপ হতে ও মনকে পবিত্র করে। মহান আল্লাহ বলেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"যে মুমিন নামাযে বিনয়াবনত তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত।" (সূরা মুমিনুন-২৩: ১-২)

২.৩ সালাতের শিক্ষা

সালাত ব্যক্তিগত ইবাদাত হলেও সমাজের ওপর এর বিরাট প্রভাব পড়ে। সালাতের সামাজিক শিক্ষার কিছু দিক তুলে ধরা হলো :

ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে : একত্র হয়ে জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামায়াতে পড়ার কারণে মুসল্লিগণ দৈনিক পাঁচবার একত্রে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়। ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। একে অপরের সুবিধা-অসুবিধা ও রোগ-শোকের কথা জানতে পারে এবং তা নিরসনের ব্যবস্থা করতে পারে।

সাম্য প্রতিষ্ঠা :

সালাতে দাঁড়াবার সময় কারো জন্য পূর্ব নির্ধারিত স্থান বরাদ্দ থাকে না। ফলে ধনী-গরিব, বাদশাহ ফকির, চাকর-মনিব, বিদ্বান- মূর্খ, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক কাতারে দাঁড়ায়। এতে শ্রেণী বৈষম্য দূর হয় এবং অনুপম সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা :

সালাতের ওয়াক্ত হলে একই সময়ে আযান, একই সময়ে সালাত এবং একই সময়ে ইমামের পেছনে সালাত আদায়ের ফলে শৃঙ্খলা বোধ ও সময়ানুবর্তিতা জন্ম লাভ করে। সামাজিক কোন সমস্যা সবাই মিলে সমাধান করার শিক্ষা পাওয়া যায়। আদর্শ সমাজ গঠনের প্রেরণা জাগ্রত হয়।

নিয়মানুবর্তিতা :

সালাত আদায় করতে একই সাথে নিয়ত করা, তাকবীরে তাহরিমা বাঁধা, একই সাথে রুকু সিজদা করা, একই সাথে সালাতের কার্যাবলি ইমামের পেছনে আদায় করতে হয়। এতে নিয়মানুবর্তিতা অনুশীলন করার শিক্ষা পাওয়া যায়।

নেতা নির্বাচন :

সালাতে একজন ইমাম নির্বাচন করতে হয়। আল্লাহভীরু ও সর্বজন সমাদৃত ব্যক্তিকেই ইমাম নির্বাচন করতে হয়। এ সময়ে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় না। জোরপূর্বক কিংবা অযোগ্য লোককে ইমাম নির্বাচন করা যায় না। কাজেই সালাতের মাধ্যমে সমাজে নেতা নিবাচন ও কর্তব্যপরায়ণ হওয়ার শিক্ষা পাওয়া যায়।

জামাআতবদ্ধ জীবন :

সালাত একাকী আদায় করা ঠিক নয়। জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করতে হয়। এতে সমাজের মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে ঐক্য, সংহতি, সংঘবদ্ধ জীবনবোধ এবং জামায়াতী জিন্দেগীর নিয়ম কানুন। ফলে সংঘবদ্ধ জীবন পরিচালনায়

উদ্বুদ্ধ হওয়া যায় সাপ্তাহিক জুমুআর সালাত ও বছরে দুটি ঈদের সালাত আরোও বৃহত্তর অঙ্গনে ঐক্য গড়ে তোলার প্রেরণা জাগে।

কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা :

কুরআনে ইসলামি রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষের মধ্যে সালাত কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। একজন মুসলিম ব্যক্তির যেমন প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সালাত কায়েম করা, ঠিক তেমনি গোটা ইসলামি রাষ্ট্রেরও সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সমগ্র রাষ্ট্রে সালাত আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর করা। যে লোক সালাত পড়ে না, সে যেমন দ্বীন ইসলাম পালন করে না, তেমনি যে রাষ্ট্রে বা সরকার সালাত কায়েমের ব্যবস্থা করে না, সেটাও ইসলামি রাষ্ট্র নয়।

সারসংক্ষেপ

দৈনিক পাঁচ বার সালাত আদায় করার জন্য উত্তম রূপে পাক পবিত্র হতে হয়। উযূ-গোসল করতে হয়। উযূর পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত। এতে মুখ পরিষ্কার হয়। উযূ গোসলের মাধ্যমে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করতে হয়- এর ফলে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা আসে। শারীরিক পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে মনকেও যাবতীয় কুচিন্তা হতে মুক্ত করতে হয়। এতে মানসিক প্রশান্তি আসে। তাছাড়া সালাত আদায় করতে হলে ওঠা-বসা করতে হয়। এর মাধ্যমে দৈহিক কসরৎ হয়। এতে দেহ সতেজ সবল হয় এবং দেহ মনে প্রফুল্লতা আসে। সালাতের এতসব কর্মকাণ্ডের কারণে মুসল্লি দৈহিক দিক থেকে ও মানসিক দিক থেকে অনেক রোগ-শোক ও টেনশন থেকে মুক্ত থাকেন। পবিত্র দেহ মন নিয়ে সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার প্রেরণায় উজ্জীবিত হন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	"নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে" এ প্রসংগে শ্রেণীকক্ষে পরস্পর আলোচনা করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামি জীবনব্যবস্থা কয়টি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত ?

(ক) পাঁচটি (খ) সাতটি
(গ) নয়টি (ঘ) এগারটি

২। ঈমানের পর ইসলামের প্রধান স্তম্ভ কোনটি ?

(ক) রোযা (খ) সালাত
(গ) হজ্জ (ঘ) যাকাত

৩। সালাত কোন ভাষার শব্দ ?

(ক) আরবি (খ) ফার্সি
(গ) উর্দু (ঘ) বাংলা

৪। যে ব্যাক্তি ইচ্ছাকৃত সালাত ছেড়ে দেয় তাকে কী বলে ?

(ক) ফাসিক (খ) কাফির
(গ) মুনাফিক (ঘ) মুশরিক

৫। কোন ইবাদত পাপ ও অশ্লীলতা থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে ?

(ক) রোযা (খ) যাকাত

(গ) হজ্জ (ঘ) সালাত

৬। ইসলামি রাষ্ট্রের সরকারের নামায কায়েমের কোন দায়িত্ব আছে কী ?

(ক) নেই (খ) কিছু দায়িত্ব আছে

(গ) অবশ্যই আছে (ঘ) ইচ্ছাধীন

৭। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য নামায কোন উপকারে আসে কী ?

(ক) অবশ্যই আসে (খ) আসে না

(গ) মাঝে-মধ্যে আসে (ঘ) জানি না

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

সুমাইয়া ও রুমানা দুই বোন। তারা নিয়মিত সালাত আদায় করেন। একদিন তারা তাদের বড় বোনের বিয়ের কেনাকাটা করার জন্য নিউ মার্কেটে যায়। এ সময় আসরের সালাতের ওয়াক্ত হয়। সুমাইয়া তার বড় বোন রুমানাকে বলে আপু! চল যাই সালাত আদায় করে আসি। সালাতের সময় যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রুমানা ছোট বোনকে বলে-চল তাড়াতাড়ি কেনাকাটা শেষ করে বাসায় ফিরে যাই। বাসায় গিয়েই সালাত আাদায় করে নেব । ততক্ষণে আসরের সালাতের সময় শেষ হয়ে যায়।

ক. সালাত কী ? ১

খ. সালাতের চারটি সামাজিক শিক্ষা উল্লেখ করুন। ২

গ. সুমাইয়া ও রুমানা সালাতের কোন বিধানটি লঙ্ঘন করল ? ব্যাখ্যা করুন । ৩

ঘ. সালাতের গুরুত্ব কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উদ্দীপক-২

মসজিদের পাশেই রশিদ উদ্দীন সাহেব মুদি দোকানের ব্যবসা করেন। নামাযের সময় হলে তিনি দোকান বন্ধ করে মসজিদের উদ্দেশে রওনা হন। পাশের অন্যান্য দোকানদারসহ পথে যার সাথেই সাক্ষাৎ হয় তাকেই নামাযের দাওয়াত দেন। কিন্তু পাশের দোকানদার নামাযের সময় দোকান বন্ধ করেন না। তিনি মনে করেন নামাযে সময় নষ্ট হয়। ব্যবসায় লাভ কম হয়।

ক. সালাতের পরিচয় দিন। ১

খ. সালাত বেহেশতের চাবি-ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. মুমিনের সালাতকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ? বুঝিয়ে লিখুন। ৩

ঘ. সালাত মুমিন ও কাফিরের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয়" - উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। ক ৪। খ ৫। ঘ ৬। গ ৭। ক

পাঠ-৩: যাকাতের গুরুত্ব ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- যাকাতের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন;
- যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব বলতে পারবেন;
- যাকাতের আর্থ-সামাজিক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	যাকাত, পবিত্রতা, নিসাব, সাহিবে নিসাব, ২.৫%, আধাত্মিক শান্তি। দারিদ্রবিমোচন, জাতীয় যাকাত তহবিল।

৩.১ যাকাতের পরিচয়

যাকাত (زكاة) আরবি শব্দ। এর কয়েকটি অর্থ রয়েছে। যেমন- পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং প্রবৃদ্ধি-ক্রমবৃদ্ধি। যাকাতের সংজ্ঞা হলো- কোন 'সাহিবে নিসাব' মুসলমানের তথা নিজ ও নিজ পরিবার-পরিজনের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর বছর শেষে যদি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে উক্ত ধন সম্পদের শতকরা আড়াই (২.৫%) ভাগ আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

প্রত্যেক 'সাহিবে নিসাব' বা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের অধিকারী মুসলিমের ওপর যাকাত প্রদান করা ফরয। অনেক কিছুর ওপরই যাকাত ফরয হয় এবং তা দিতে হয়। জমাকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য, জমির ফসল, ব্যবসায়ের পণ্য, ঘরপালিত গবাদি পশু, গরু, ছাগল, উট, মহিষ, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে পৌঁছলে যাকাত দিতে হয়।

৩.২ যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্ব

আসুন, যাকাতের ধর্মীয় গুরুত্বের বিষয়ে জানি-

ফরয ইবাদাত : যাকাত একটি আবশ্যকীয় ফরয ইবাদাত। যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে, তাকে অবশ্যই যাকাত আদায় করতে হবে। কুরআনের বহু স্থানে সমান গুরুত্ব দিয়ে নামাযের সাথে সাথে যাকাতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাকাত অস্বীকারকারী কাফির। এ মর্মে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- "যারা যাকাত আদায় করে না, তারা আখিরাতে অস্বীকারকারী।" (সূরা হামিম-আস-সাজ্‌দা : ৬-৭)

ঈমানের পরীক্ষা : যাকাত ফরয করে আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন যে, সে ধন-সম্পদের মোহ ত্যাগ করে আল্লাহর পথে স্বেচ্ছায় সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করে কিনা। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "নিশ্চয় তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ।"

জাহান্নাম হতে মুক্তি : যাকাত আদায়কারী জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। অপরপক্ষে যাকাত আদায় না করলে মহাপাপী হবে এবং জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন- "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে, অথচ আল্লাহর রাস্তায় তা খরচ করে না, আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সংবাদ প্রদান করুন।" (সূরা তাওবা ৯: ৩৪)

আধ্যাত্মিক শান্তি : একজন মুসলিম স্বেচ্ছায় যাকাত প্রদান করে তার ধন-সম্পদের জন্য আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। সে স্বীকার করে ধন-সম্পদ আল্লাহর দান এবং তিনি ইচ্ছা করলে তা কেড়েও নিতে পারেন। তাই আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী যাকাত আদায় করে সে আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করে। যাকাতদাতার মনে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা জন্মায়। তাই যাকাতদাতা সম্পদের সঠিক হিসাব করে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করে। এক্ষেত্রে কোন রূপ ফাঁকির প্রবণতা সৃষ্টি হয় না।

৩.৩ যাকাতের সামাজিক শিক্ষা

যাকাতের সামাজিক শিক্ষা ব্যাপক। আমরা যাকাতের সামাজিক শিক্ষার কিছু দিক এখানে জানাবো :

বৈষম্য দূরকরণ :

যাকাতের মাধ্যমে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য ক্রমে হ্রাস পায় এবং তাদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক সমতা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

দারিদ্র্য বিমোচন :

'সাহিবে নিসাব' ধনী ব্যক্তিগণ যদি সততার সাথে এবং আল্লাহর নির্দেশমত যাকাত আদায় করেন, তাহলে সমাজে কোন মানুষ অন্নহীন-বস্ত্রহীন এবং ঘরহীন থাকতে পারে না। দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা সীমাহীন।

সেতুবন্ধন :

যাকাত আদায়ের মাধ্যমেই সমাজে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহৃদয়তা ও সহনশীলতার উন্মেষ ঘটে। কেননা যাকাত হচ্ছে সমাজে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণের একটি সুন্দরতম সেতুবন্ধন। মহানবি (স) বলেছেন "যাকাত ইসলামের সেতুবন্ধন।"

সহানুভূতি সৃষ্টি :

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে যাকাতদাতা সমাজে অর্থনৈতিকভাবে যারা পিছিয়ে আছে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। ফলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের ভেদাভেদ কমে আসে। গরিবরাও ধনীদেরকে তাদের বন্ধু মনে করে এবং সহানভূতিশীল হয়ে ওঠে। ধনিক সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যাকাত ও দানের অর্থে সমাজের অভাবগ্রস্তদের প্রয়োজন মিটিয়ে বহু সমাজকল্যাণকর ও জনহিতকর কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে। ফলে সমাজ সমৃদ্ধ হয়।

৩.৪ যাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষা

যাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষার কয়েকটি দিক সম্পর্কে জানবো :

জাতীয় আয় :

যাকাত ইসলামি রাষ্ট্রের আয়ের একটি বড়ো উৎস। 'সাহিবে নিসাব' ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ 'জাতীয় যাকাত তহবিলে' প্রদান করে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করতে পারে। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক যে ব্যবধান, তা যাকাতের মাধ্যমে দূর হতে পারে। যাকাতের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যায়।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা :

যাকাত মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে। অক্ষম ও অসমর্থ সকলকেই যাকাতের অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন করতে হয়। এতে যাকাত সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়। যাকাত প্রদানের খাতগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য এটা কত গুরুত্বপূর্ণ। যাকাতের ৮টি খাত হচ্ছে-

(ক) গরিবদের সাহায্য ও জীবিকার বন্দোবস্ত।
(খ) অভাবগ্রস্তদের সাহায্য ও জীবিকার বন্দোবস্ত।
(গ) যাকাত আদায়ের প্রশাসনিক ব্যয়।
(ঘ) দাসমুক্ত করা।
ঙ. ঋণগ্রস্তদের সাহায্য।
চ. নও-মুসলিমদের সাহায্য ও পুনর্বাসন।
ছ. মুসাফিরদের সাহায্য।
জ. আল্লাহর পথে কল্যাণকর সামাজিক কার্যে ও যুদ্ধ-জিহাদে।

কুরআনে নির্দেশিত উপরিউক্ত আটটি খাতকে সম্প্রসারিত করে যাকাতের অর্থ আরো ব্যাপকায়তনে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে লাগানো যায়। সুতরাং যাকাতের ভূমিকা অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে খুবই বিস্তৃত।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি :

যাকাত অভাবগ্রস্ত দরিদ্র-দুস্থ মানুষের অভাব-অনটন বিমোচনে এবং জীবন-জীবিকা যোগানদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাকাত রাষ্ট্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে, যাকাতের অর্থের মাধ্যমে দরিদ্রের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ও ভারী শিল্প ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে দরিদ্র-বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। যাকাতের অর্থ দিয়ে গড়ে ওঠা এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানে গরিব-অভাবী ব্যক্তিরা কাজ করে অর্থোপার্জন করতে পারে এবং তাদের পরিবারের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অভাব পূরণ করতে পারে। তাছাড়া যাকাতলব্ধ অর্থ দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে ঋণমুক্ত করা যায়।

সম্পদের ক্রমবৃদ্ধি :

যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদ কোথাও পুঞ্জিভূত হয়ে থাকতে পারে না, অগণিত মানুষের হাতে অর্থ পৌঁছে। ফলে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে, বাজারে চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়ে, উৎপাদন বাড়লে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। ফলে বেকারত্ব দূর এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রবৃদ্ধি ঘটে। এভাবে যাকাত ইসলামি সমাজে কর্ম, ভোগ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে। যাকাত সম্পদ মজুদ করার ঘোর বিরোধী। যাকাত অর্থকে অলসভাবে মজুদ করে রাখার প্রবণতা দূর করে এবং সঞ্চিত সম্পদ বিনিয়োগ করার জন্য বলিষ্ঠ প্রেরণা যোগায়। ফলে অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব তিরোহিত হয়ে যায়। যাকাতের উদ্দেশ্য এবং যাকাতের অর্থ ব্যয় করার খাতসমূহ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত। কাজেই এক্ষেত্রে অপচয়ের সম্ভাবনা নেই। আধুনিক করের মতো যাকাতের ব্যাপারে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বিরল। মানুষ ধর্মীয় অনুভূতি নিয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে যাকাত দিয়ে থাকে। সুতরাং যাকাত হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ফাঁকি ও প্রতারণার প্রবণতা দূর করার ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা অনন্য।

সারসংক্ষেপ

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। ঈমান ও নামাযের পরই এর স্থান। প্রত্যেক ধনবান মুসলমান নর-নারীদের ওপর যাকাত ফরয। কেউ এর ফরযিয়াতকে অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। যাকাত হল অর্থনৈতিক ইবাদাত। মহানবি (স) যাকাতকে 'ইসলামের সেতু' বলেছেন। যাকাতের ধর্মীয় এবং আর্থ-সামাজিক গুরুত্ব ব্যাপক ও সুবিস্তৃত। আর্থ-সামাজিক ধর্মীয় ও নৈতিক দিক থেকেও এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। অতএব আমাদের উচিত আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পন্থায় যাকাতদানের মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক মুক্তি আনায়ন করা।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'দারিদ্রে বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা' বিষয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ কোনটি ?

(ক) সালাত (খ) যাকাত

(গ) সাওম (ঘ) হজ্জ

২। যাকাত অর্থ কী ?

(ক) পূত-পবিত্র (খ) পরিশুদ্ধ

(গ) ক্রমবৃদ্ধি (ঘ) সব কটি ঠিক

৩। কাদের ওপর যাকাত ফরয ?

(ক) সাহিবে নিসাব ব্যক্তিদের (খ) নির্দয় ব্যক্তিদের

(গ) ধনি-গরিব সকলের (ঘ) ধনী লোকেদের।

৪। যাকাত কী ধরনের ইবাদত ?

(ক) শারীরিক ইবাদত (খ) আর্থিক ইবাদত

(গ) শারীরিক ও আর্থিক ইবাদত (ঘ) মানসিক ইবাদত।

৫। শতকরা কত অংশ যাকাত দিতে হয় ?

(ক) শতকরা দশভাগ (খ) শতকরা পাঁচভাগ

(গ) শতকরা আড়াই ভাগ (ঘ) শতকরা বিশভাগ ।

৬। যাকাতের অর্থ কোথায় খরচ করার বিধান ?

(ক) নির্ধারিত আটটি খাতে (খ) নির্ধারিত সাতটি খাতে

(গ) নির্ধারিত পাঁচটি খাতে (ঘ) নির্ধারিত তিনটি খাতে ।

৭।নিচের কোন বস্তুর যাকাত দিতে হয় ?

(ক) জমাকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য (খ) জমির ফসল

(গ) ঘরপালিত গবাদি পশু (ঘ) ওপরের সবকটিতে।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দিন-

জিয়াদুল ইসলাম এক শিল্পপতি। প্রতি বছর তিনি অনেক টাকা টেক্স দেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অনেক টাকা প্রদান করেন। কিন্তু যাকাত আদায় করেন না। তিনি মনে করেন ট্যাক্স ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে টাকা প্রদান করলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

৮। উক্ত কাজের মাধ্যমে জিয়াদুল ইসলাম শরীআতের কোন বিধান লঙ্ঘন করেছেন-

(ক) ফরয (খ) ওয়াজিব

(গ) নফল (ঘ) মুস্তাফিজ

৯। উক্তকাজের মাধ্যমে জিয়াদুল ইসলাম-

i. ফরয লঙ্ঘনের শাস্তি পাবেন ii. আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবেন।

iii. গরীবের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হবেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

নাসির সাহেব একজন ধনীলোক। দু'একবার চেয়ারম্যান প্রার্থী হয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন। তিনি দান খয়রাত করেন। কিন্তু হিসাব করে যাকাত দেননা। তার ধারণা, দান খয়রাত করলে যাকাত দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তার বন্ধু জসিম সাহেব একজন আলিম। তিনি বলেন, যাকাত ধনীর সম্পত্তিতে গরীবের অধিকার। তাই প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। কারণ অন্যান্য ফরয ইবাদতের ন্যায় যাকাত দেওয়াও ফরয। যাকাত না দিলে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ক. যাকাত কী ? ১

খ. কাদের ওপর যাকাত ফরয ? বুঝিয়ে লিখুন। ২

গ. নাসির সাহেবের যাকাত না দেওয়ায় সমাজে এর প্রভাব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. আপনি কি মনে করেন যে, জসিম সাহেব ঠিক কথা বলেছেন ? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দিন। ৪

উদ্দীপক-২

জামিল সাহেব একজন শিল্পপতি। যাকাত দিতে হবে এই ভয়ে তিনি ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন না। তাই বৎসর শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি ব্যাংক থেকে টাকা উঠিয়ে ফ্ল্যাট কিনে ফেলেন। ফলে তার হাতে কোন টাকা জমা থাকে না বলে যাকাত প্রদান হতে বিরত থাকেন। কিন্তু মহল্লার ইমাম সাহেব একদিন জুমুআর খুতবায় বলেন, ফ্ল্যাট ভাড়ার ওপরও যাকাত প্রদান করতে হবে। ফলে জামিল সাহেব এবার যাকাত প্রদান হতে বিরত থাকতে পারলেন না।

ক. যাকাতের পরিমাণ কত ? ১
খ. "যাকাত হলো ইসলামের সেতুবন্ধন" -বুঝিয়ে লিখুন। ২
গ. যাকাত প্রদানের মাধ্যমে কীভাবে সম্পদ ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে ? ৩
ঘ. যাকাতের অর্থনৈতিক শিক্ষা কী ? বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ ৫। গ ৬। ক ৭। ঘ ৮। ক ৯। ঘ

পাঠ-৪: যাকাতের নিসাব ও ব্যয়ের খাত

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- যাকাতের নিসাব কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন;
- যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলি জানতে পারবেন;
- যাকাত ও সাদাকা গ্রহণকারীদের পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ফরয, বাধ্যতামূলক, মূল্যবান ধাতু ব্যবসায়িক পণ্য-দ্রব্য, সঞ্চয়।

৪.১ যাকাতের নিসাব

সারা বছর যার কাছে নিজের ও পরিবারের যাবতীয় খরচ বাদে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য থাকে অথবা এর সমপরিমাণ টাকা থাকে এরূপ প্রত্যেক মুসলমানদের ওপর যাকাত ফরয। ধনীর সম্পদের ওপরে বছরে শতকরা আড়াই ভাগ যাকাতের হার নির্ধারিত হয়েছে। মজুদকৃত অর্থ নিসাব পরিমাণ না হলে যাকাত দিতে হয় না। কেবল নগদ টাকার ওপরই যাকাত ফরয নয়, মুসলমানদের অনেক সম্পদের ওপরই যাকাত ফরয। খেতের ফসল, গরু-মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, দুম্বা এবং সোনা, রুপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ও ব্যবসায়িক পণ্যদ্রব্যেরও যাকাত দিতে হয়। যে সমস্ত জিনিসের যাকাত দিতে হবে, সে সমস্ত জিনিসের মূল্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি থাকতে হবে। কারও সঞ্চয়ের পরিমাণ রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন তোলা ও সোনার ক্ষেত্রে সাড়ে সাত তোলা পরিমাণ হলে অথবা অনুরূপ অর্থ থাকলে যাকাত দিতে হয়। সকল প্রকার পণ্যের বেলায় রূপার মান হিসেবে মূল্য নির্ধারণ করে নিসাব বা পরিমাণ হিসাব ঠিক করা হয়।

৪.২ যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাত

যাকাত ধনবান মুসলিম নর-নারীর ওপর ফরয। ইসলামে যাকাত রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রধান উৎস। যাকাত আদায় ও বণ্টনের জন্য রাষ্ট্রীয় বিভাগ ছিল। কোন লোক ব্যক্তিগতভাবে এটি আদায় ও ব্যয় করলে এর পুরোপুরি হক আদায় হয় না। কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক এটি আদায় ও খরচ করতে হবে। আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"যাকাত কেবল মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদের জন্য এবং যাকাত সংগ্রহে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীদের এবং যাদের অন্তরকে (আল্লাহর দিকে) আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য এবং বন্দিদের মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য আল্লাহর পথে- এবং মুসাফিরের জন্য এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবা ৯ : ৬০)

কুরআনে উল্লিখিত এ আটটি খাতেই যাকাতের অর্থ ব্যয় করতে হবে। যথা–

- ফকির অর্থাৎ যারা একেবারে নিঃস্ব নয়; কিন্তু যাদের মালের পরিমাণ নিসাবের কম, তাদের এ শ্রেণীতে গণ্য করা হয়।
- মিসকীন বা বিত্তহীন লোক যার কিছুই নেই। মিসকীন শব্দের অর্থ অচল বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা এ পর্যায়ভুক্ত।
- যাকাত সংগ্রহকারী কর্মচারীবৃন্দ। এ সকল কর্মচারীর জন্য যাকাত তহবিল থেকে ব্যয় করা যাবে ।
- সত্যের সন্ধানী ব্যক্তিগণ। যে সমস্ত ব্যক্তি ইসলামের প্রতি অনুরাগী, কিন্তু অর্থের অভাবে সেই সত্যতা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, তাদের যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য প্রদান করা যায়। ইসলাম গ্রহণ করার ফলে যারা নিজস্ব বিষয়-সম্পত্তি হারিয়েছে তাদেরও যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে।
- বন্দিদের মুক্তিদানের ব্যাপারে তাদের মালিকদের যাকাত তহবিল থেকে অর্থ প্রদান করা যায়।
- ঋণ পরিশোধে অসমর্থ লোক। সমাজে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে ঋণমুক্ত করার জন্য এক-অষ্টমাংশ ব্যয় করা যেতে পারে। কিন্তু এ অর্থ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া না হয়।
- বিপদগ্রস্ত ও গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার জন্য সাহায্যের মুখাপেক্ষী প্রথিক। প্রবাসে অবস্থানকালে অর্থের অভাবের কারণে মুসাফিরগণ বিপন্ন হয়ে পড়লে তাদের যাকাত তহবিল থেকে সাহায্য করা যায়।
- ইসলামের রক্ষা ব্যবস্থা। অর্থাৎ ফি-সাবিলিল্লাহি বা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা যেতে পারে। জিহাদে যোগদানকারীকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা যায়।

৪.৩ যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত

নিম্নলিখিত শর্তে একজন মুসলমানের প্রতি যাকাত ফরয। যেমন–

- যাকাতদাতাকে মুসলমান হতে হবে;
- যাকাত প্রদানকারীকে বুদ্ধিমান হতে হবে;
- যাকাত প্রদানকারীকে স্বাধীন হতে হবে, পরাধীন ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয নয়;
- যাকাত প্রদানকারীকে বালেগ হতে হবে, অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয নয়;
- নিসাবের মালিক হতে হবে। নিসাবের কম হলে যাকাত ফরয নয়;
- ঋণমুক্ত হতে হবে। ঋণের দায়ে আবদ্ধ ব্যক্তির ওপর যাকাত দেওয়া ফরয নয়;
- নিসাবের মালিক থাকা অবস্থায় সম্পদ পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হতে হবে; পাগল, অমুসলমানের ওপর যাকাত ফরয নয়।

৪.৪ সাদাকা

ইসলামে দান দুই প্রকার- বাধ্যতামূলক ও স্বেচ্ছামূলক। বাধ্যতামূলক দান হচ্ছে যাকাত। স্বেচ্ছামূলক দানকে বলা হয় সাদাকা। সাদাকার জন্য কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যে কোন মুসলিম যে কোন সময়ে এ ধরনের দান করতে পারে। সাদাকা বাধ্যাতমূলক না হলেও এটি খুবই প্রশংসনীয় কাজ। কুরআনে সাদাকার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে। সাদাকার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। মানুষ তার সামর্থ্যানুযায়ী যত ইচ্ছা সাদাকা দিতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে আল্লাহর জন্য ইচ্ছামত দান করা ভালো। নিম্নলিখিত ব্যক্তিকে সাদাকা গ্রহণকারী হিসেবে অনুমোদন করা হয় :

১. নিকট আত্মীয়-স্বজন; ২. ইয়াতীম; ৩. অভাবগ্রস্ত; ৪. প্রবাসী (মুসাফির); ৫. ভিক্ষুক; ৬. বন্দির মুক্তিপণ ক্রয়ের জন্য; ৭. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে জীবিকা উপার্জনে অক্ষম এমন গরিব লোক।

সারসংক্ষেপ

নিসাব অর্থ পরিমাণ। সাহিবে নিসাব মানে যাকাত প্রদানের নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদ যার আছে। একজন মুসলমানকে বাৎসরিক জীবন নির্বাহের পর দেনা-পাওনা বাদে যদি 'নিসাব' পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তাকে যাকাত দিতে হবে। যাকাতের সম্পদ কুরআন নির্দিষ্ট ৮টি খাতে প্রদান করতে হবে। যাকাত বাধ্যতামূলক আর্থিক ইবাদত। সাদাকা হলো সেচ্ছা দান। সাদাকার ফযিলত ও সাওয়াব অনেক।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	'যাকাতের আটটি খাত'- কুরআনের যে আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে তা অর্থসহ মুখস্থ বলুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিসাব অর্থ কী ?

(ক) নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ (খ) নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা
(গ) নির্দিষ্ট পরিমাণ গরু (ঘ) নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ

২। সোনার নিসাব কত ?

(ক) সাড়ে ছয় তোলা (খ) সাড়ে সাত তোলা
(গ) সাড়ে আট তোলা (ঘ) সাড়ে নয় তোলা

৩।. রূপার নিসাব কত ?

(ক) সাড়ে ছয় তোলা (খ) সাড়ে সাত তোলা
(গ) সাড়ে বায়ান্ন তোলা (ঘ) সাড়ে নয় তোলা

৪। কি পরিমাণ সম্পদ যাকাত আদায় করতে হবে ?

(ক) শতকরা আড়াই ভাগ (খ) শতকরা তিন ভাগ
(গ) শতকরা পাঁচ ভাগ (ঘ) শতকরা সাত ভাগ

৫। যে সকল সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হয় তাহলো

i. খেতের ফসল ii. গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া iii. সোনা-রূপা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৬। মিসকিন শব্দের অর্থ কী ?

(ক) বিত্তহীন লোক, যার কিছুই নেই (খ) বিত্তহীন লোক, যার কিছু আছে
(গ) যার বাড়ি নেই (ঘ) যার গাড়ি নেই

৭। ফকির কাকে বলে ?

(ক) যার একটি গাড়ি আছে (খ) যার একটি দোকান আছে
(গ) যে একেবারে নিঃস্ব নয়, যার কিছু আছে (ঘ) যার অন্তত একটি বাড়ি আছে

৮। যাকাত ফরয হওয়ার শর্ত হলো-

i. নিসাব পরিমাণ মাল থাকা ii. মুসলমান হওয়া iii. সম্পদ এক বছর থাকা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৯। সাদাকা শব্দের অর্থ কী ?

(ক) অস্বেচ্ছামূলক দান (খ) জোরপূর্বক দান

(গ) স্বেচ্ছামূলক দান (ঘ) দানে বাধ্য করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-১

সিরাজ সাহেব এলাকার একজন বিখ্যাত জমিদার। প্রতি বছর তিনি জমি থেকে হাজার হাজার মন ধান ও পাট পান। অন্যান্য শাক-সব্জী তো আছেই। বাড়ির পাশেই রয়েছে বিরাট আকৃতির গাভীর খামার। গাভী থেকে প্রতিদিন শত শত মন দুধ উৎপাদিত হয়। গরু-মহিষের খামার তো রয়েছে। রাখালরা সারাদিন এগুলো চড়িয়ে বেড়ায়। পাইকারদাররা প্রতিদিন তাঁর খামার থেকে গোশতের জন্য গরু-মহিষ ক্রয় করে নিয়ে যায়। এ ভাবে সিরাজ সাহেব প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হলেও যাকাত দেওয়ার ব্যাপারে উদাসীন।

ক. নিসাব কী ? ১

খ. যাকাত ফরয হওয়ার শর্তগুলো কি কি ? ২

গ. যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতসমূহ উল্লেখ করুন। ৩

ঘ. কোন কোন সম্পদের ওপর যাকাত দিতে হয় ? যাকাত ও সাদাকার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। গ ৬। ক ৭। গ ৮। গ ৯। গ

পাঠ-৫: সাওমের গুরুত্ব ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- সাওমের পরিচয় বলতে পারবেন;
- সাওমের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সাওমের সামাজিক শিক্ষা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সাওম, সাওম, তাকওয়া, মুহাররম, রমাযান, সহমর্মিতা, ঈদুল ফিতর, উম্মাত, ঈমানি গুণাবলি, নৈতিক গুণাবলি।

৫.১ সাওমের পরিচয়

সাওম ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদের মধ্যে তৃতীয়। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ও সুস্থ মুসলমানের ওপর রমাযান মাসে সাওম পালন করা 'ফরয' । সাওম মানে বর্জন করা বা বিরত থাকা। ইসলামি শরীআতের পরিভাষায় সুবহে সাদিকের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়াতের সাথে যাবতীয় পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকার নাম 'সাওম'।

হিজরি দ্বিতীয় বছরে রমাযান মাসে ইসলামে সাওম পালন করার বিধান চালু হয়। রমযান মাসকে সাওম সাধনার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। 'রময' শব্দের অর্থ-পুড়িয়ে ফেলা বা জ্বালিয়ে দেওয়া। মানুষের যাবতীয় খারাপ প্রবণতাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য বছর ঘুরে আসে রমযান মাস। এ মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। রমযান মাস ইবাদাতের মাস। মানুষ এ মাসে বেশি বেশি ইবাদাত করে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এ মর্মে ঘোষণা দেন- "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হল, যেমন ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" (সূরা বাকারা ২ : ১৮৩)

রমাযান মাসের সাওম ফরয হওয়ার পূর্বে মহানবি (স) মুহাররম মাসের দশ তারিখে সাওম পালন করতেন। এ সময়ে রাসূলে করীম (স) ইয়াহূদীদের রীতি অনুযায়ী সাওম পালন করতেন।

সাওম একটি প্রাচীন ধর্মীয় বিধান। সাওমের প্রচলন সকল ধর্মের মধ্যে থাকলেও তার ধরন ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন।

৫.২ সাওমের ধর্মীয় গুরুত্ব

আত্মিক উৎকর্ষ সাধন : আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে রোযা একটি অপরিহার্য বা সকল যুগ ও কালের ইবাদাত। রোযা কেবল মুসলমানদের জন্যই অপরিহার্য নয় এবং পূর্ববর্তী কালের সকল নবী-রাসূলের উম্মাতের ওপর অপরিহার্য ছিল।

তাকওয়া সৃষ্টি :

রোযার মাধ্যমে মানব হৃদয়ে তাকওয়া ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধা, তৃষ্ণায় কাতর হয়েও মহান প্রভুর ভালোবাসা ও ভয়ে বান্দার কিছু গ্রহণ না করা এবং যাবতীয় অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকা 'তাকওয়ার' নিদর্শন। মহান আল্লাহ বলেন- "তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদেও পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পার।" রোযার মধ্যে কোনরূপ লৌকিকতা নেই। সাওম একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসারই নিদর্শন। রোযা মানুষের চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। রোযা রাখলে মানব মনে খোদা-ভীতি জাগ্রত হয়, সংযমে ও আত্মশুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং মানুষকে কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত করে। এটা একটি নীরব ইবাদাত।

রোযা ঢাল স্বরূপ : রোযা মানুষকে ষড়রিপুর আক্রমণ থেকে ঢাল স্বরূপ বাঁচিয়ে রাখে। কাম, ক্রোধ, লোভ-লালসা ইত্যাদি রিপুর তাড়নায় মানুষ বিপদগামী হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি হয়; রোযা মানুষের এসকল কুপ্রবৃত্তি দমন করে। মহানবি (স) বলেছেন : "রোযা ঢাল স্বরূপ"।

রোযা মুক্তির উপায় : কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে রোযা বান্দার মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে। এ মর্মে মহানবি (স) বলেন : "রোযা সুপারিশ করে বলবে, হে প্রভু! আমি এ ব্যক্তিকে দিনে পানাহার ও অন্যান্য কামনা বাসনা হতে ফিরিয়ে রেখেছি। আপনি আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন। আল্লাহ সুপারিশ গ্রহণ করবেন।" (বাইহাকী)

সাওমের ফযীলতও অনেক বেশি। আল্লাহ নিজ হাতে এর প্রতিদান দেবেন। হাদিসে কুদসিতে এসেছে-

"সাওম একমাত্র আমার জন্য। আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব।" (মিশকাত)

রমাযানের শেষের দশ দিন আরও তাৎপর্যপূর্ণ এ জন্য যে, এ সময়ে ইতিকাফ করা হয়। ইতিকাফে অনেক সওয়াব আছে। রমাযানের পুরো মসই ফযীলতপূর্ণ। এর পর আসে ঈদুল ফিতর। ঈদুল ফিতর মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পর্ব। এ দিনে মুসলমানরা ঈদগাহে জামাআতে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায় করেন। সালাতের পূর্বে প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফিতরা আদায় করতে হয়। ফরয সাওম ব্যতীত নফল সাওমও আছে। বছরে পাঁচ দিন ব্যতীত অন্য যে কোন দিন তা পালন করা যায়।

৫.৩ সাওমের সামাজিক শিক্ষা

সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি : সাওমের অনুশীলনের মাধ্যমে সামাজিক জীবনে মানুষ ক্ষুধার্ত, অনাহারী ও অর্ধাহারী মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং ক্ষুধা-পিপাসার অসহ্য কষ্ট উপলব্ধি করতে পারে

আদর্শ সমাজ গঠন : সাওম পালনের মাধ্যমে মানুষ ষড়রিপুর তাড়না থেকে রক্ষা পায়। যার ফলে লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, মিথ্যা প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, পরনিন্দা, ঝগড়া-ফাসাদ, অশ্লীলতার চর্চা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে সুষ্ঠু-সুন্দর আদর্শ জীবন লাভ করে থাকে।

সদ্ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করে : সাওম সমাজের অবহেলিত ও মেহনতি মানুষের সাথে সদ্ব্যবহারের শিক্ষা দেয়। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (স) -বলেন, "এ মাসে যারা দাস-দাসীদের প্রতি সদয় ব্যবহার কওে, তাদের কাজের বোঝা হালকা করে দেয়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং দোযখের আগুন হতে রক্ষা করেন।"

দৈহিক সুস্থতা বিধান : সাওমের মূল উদ্দেশ্য নৈতিক, আধ্যাত্মিক, ঈমানি গুণাবলি সৃষ্টি করে। কিন্তু এসব গুণাবলি অর্জনের পাশাপাশি দৈহিক কল্যাণের দিকটি কোনক্রমেই বাদ দেওয়া যায় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হয়েছে। অব্যাহত ভোগ মানুষের দেহযন্ত্রকে অবসন্ন ও একঘরে করে দেয়। এ জন্য মাঝে মধ্যে উপবাস থাকা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

প্রশিক্ষণ : পবিত্র রমযান মাস হচ্ছে মুসলমানদের জন্য প্রক্ষিণের মাস। রমযান মাস হচ্ছে বছরের ১২ মাসের মধ্যে এক মাসের প্রশিক্ষণ কোর্স। এটি সমাপ্ত করতে হবে দক্ষতার সাথে। আর এ দক্ষতা বাকি ১১ মাস কাজে লাগাতে হবে।

রমাযান মাসের সাওম পালন একটি সমষ্টিগত ইবাদাত। এ মাসের আগমনের সাথে সাথে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এক অনাবিল প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়। এ মাসে প্রতিযোগিতা শুরু হয় ইবাদাত-বন্দেগি, দান-খয়রাত, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতায় কে কার চেয়ে বেশি অগ্রগামী হবে।

এর মাধ্যমে ঐক্য ও সৎসাহস বৃদ্ধি পায়। এভাবে সাওম আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

আর্থ-সামাজিকতার ক্ষেত্রে : সাওমের অর্থনৈতিক গুরুত্বও কম নয়। মানুষে মানুষে ভেদাভেদহীন ও শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাওম বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম। মুসলমান এ মাসে দান-খয়রাত, যাকাত-ফিতরা ইত্যাদির মাধ্যমে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসে।

সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা : উন্নতি ও বিকাশের জন্য মানুষের উত্তম পরিবেশ প্রয়োজন। পবিত্র ও পুণ্যময় জীবন যাপনের জন্য পবিত্র ও সুন্দর অনুকূল পরিবেশ একান্ত অপরিহার্য। রমযান মাস মুসলমানদের জন্য এক সুন্দর ও পূতপবিত্র পরিবেশ নিয়ে আসে।

সারসংক্ষেপ

সাওম মুসলমানদের মধ্যকার সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। রমাযান আসার সঙ্গে সঙ্গে সকল সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত হয়। এ একটি মাস ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে সমভাবে পানাহার থেকে বিরত থাকতে হয়। যে ধনী ব্যক্তির ঘরে খাদ্য বস্তুর প্রাচুর্য রয়েছে, তাকেও দু এক দিন নয়, পুরো এক মাস দিনের বেলা অনাহারে কাটাতে হয়। সুতরাং মুসলিম জাহানে ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকল মানুষকে এ সময়ে একই পর্যায়ে এনে দেয়। রমযান মাসের ক্ষুধার অনুভূতি ধনীর অন্তরে দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি জাগিয়ে দেয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	বস্তুত সমাজ উন্নয়নের জন্য, সামাজিক সুষম বিকাশের জন্য, বিশ্বমানবের প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে সুদৃঢ় করার মানসে, পরস্পর সহানুভূতি ও সহমর্মিতা সৃষ্টি এবং সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সাওম পালন একান্ত অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ কোনটি ?

(ক) সালাত
(খ) যাকাত
(গ) সাওম
(ঘ) হজ্জ

২। কার ওপর সাওম বাধ্যতামূলক ?

(ক) প্রাপ্ত বয়স্ক সব পুরুষদেরর ওপর
(খ) প্রাপ্ত বয়স্ক সব মুসলমানের ওপর
(গ) প্রাপ্ত বয়স্ক সব নারীর ওপর
(ঘ) প্রাপ্ত বয়স্ক সব মুসলমান পুরুষের ওপর

৩। কখন সাওম এর বিধান চালু হয় ?

(ক) হিজরি প্রথম বছরে রমাযান মাসে
(খ) হিজরি দ্বিতীয় বছরে মুহাররম মাসে
(গ) হিজরি দ্বিতীয় বছরে রমযান মাসে
(ঘ) হিজরি তৃতীয় বছরে রমযান মাসে

৪। রমযানের সাওম ফরয হওয়ার পূর্বে মহানবি (স) কখন রোযা রাখতেন ?

(ক) মুহাররম মাসের দশ তারিখে (খ) রমাযান মাসের দশ তারিখে
(গ) রজব মাসের দশ তারিখে (ঘ) রবিউল আউয়াল মাসের দশ তারিখে

৫। কোন ইবাদত প্রাচীন অনুশাসন ?

(ক) সালাত (খ) যাকাত
(গ) সাওম (ঘ) হজ্জ

৬। রোযা ঢাল স্বরূপ-এটা কার বাণী ?

(ক) আল্লাহর (খ) রাসূল (স) -এর
(গ) আবু বকর (রা)-এর (ঘ) আয়িশা (রা.)-এর

৭। হাশরের মাঠে রোযাদারগণ কোথায় স্থান লাভ করবে ?

(ক) আল্লাহর আরশের নিচে (খ) আল্লাহর আরশের ওপরে
(গ) আল্লাহর আরশের ডান দিকে (ঘ) আল্লাহর আরশের বাম দিকে

৮। রোযার পুরস্কার কী ?

(ক) বান্দার মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে
(খ) বান্দার খাদ্যের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে
(গ) বান্দার পানি লাভের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে
(ঘ) বান্দার সুস্থতার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে

৯। ই'তিকাফ কী ?

(ক) রমাযান মাসে মসজিদে অবস্থান করা (খ) মসজিদে অবস্থান করা
(গ) মসজিদের বারান্দায় অবস্থান করা (ঘ) মসজিদের ওপরে অবস্থান করা

১০। কখন ফিতরা দিতে হয় ?

(ক) মুহাররম মাসে (খ) রমাযান মাসে
(গ) রজব মাসে (ঘ) সাবান মাসে

১১। মুসলমানদের প্রশিক্ষণের মাস কোনটি ?

(ক) মুহাররম মাস (খ) সফর মাস
(গ) রমাযান মাস (ঘ) যিলহজ্জ মাস

১২। সর্বজনীন ও সমষ্টিগত আর্ন্তাতিক ইবাদত কোনটি ?

(ক) রমযান মাসে হজ্জ পালন করা (খ) রমাযান মাসে জুমা আদায় করা
(গ) রমাযান মাসে কুরবানী করা (ঘ) রমাযান মাসে রোযা পালন করা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন-
একদা জামিল সাহেব তার এক আত্মীয় গফুর সাহেবের বাসায় গেলেন। গফুর সাহেব তখন জামিল সাহেবের খাওয়ার আয়োজন করলেন। তখন গফুর সাহেব বললেন- আমি আল্লাহর এমন একটি বিধান পালন করছি যা যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত রাখে।

১৩। গফুর সাহেব আল্লাহর কোন বিধানটি পালন করে চলেন ?

(ক) নামায (খ) রোযা
(গ) হজ্জ (ঘ) যাকাত

১৪। রোযা পালন করার মাধ্যমে

i. তাকওয়া সৃষ্টি হয় ii. অপরের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়।
iii. দৈহিকভাবে সুখী থাকা যায়।

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক

জামিল সাহেব একজন শিল্পপতি। তার শিল্পকারখানায় অনেক শ্রমিক কাজ করে। তিনি প্রচুর বেতনও দেন। তিনি গরিব-দুঃখিদের অনেক দান-খয়রাতও করেন। গরিব আত্মীয় স্বজনদের খোঁজ-খবর রাখেন। তাঁর কোন রোগ-শোকও নেই। নিয়মিত নামাজ আদায় করেন। কিন্তু রমযান মাসের সাওম পালন করেন না। তিনি বলেন, একাধারে একমাস সাওম পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি সিয়ামের পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করেন। বিষয়টি ইমাম সাহেবের কানে গেলে তিনি জুমুআর খুৎবায় সাওমের বিস্তারিত বিধান ব্যাখ্যা করেন।

ক. সাওম কী ? ১
খ. কাদের ওপর সাওম ফরয ? ২
গ. জামিল সাহেবের কর্মকান্ড কাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ? বুঝিয়ে লিখুন। ৩
ঘ. সাওম পালন না করার পরিণতি কুরআন-হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। গ ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। গ ৬। খ ৭। ক ৮। ৯। ক ১০। খ
১১। গ ১২। ঘ ১৩। খ ১৪। ঘ

পাঠ-৬: হজ্জের গুরুত্ব ও শিক্ষা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ অধ্যয়নে আপনি

- হজ্জের পরিচয় ও পটভূমি বলতে পারবেন;
- হজ্জের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- হজ্জের সামাজিক শিক্ষা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- হজ্জের অর্থনৈতিক শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	হজ্জ, মিনা, মুযদালিফা, আরাফাত, তাওয়াফ, সাঈ', বাইতুল্লাহ, কাবা, হারাম শরিফ, মদিনা শরিফ, মক্কা শরিফ, মক্কা মু'আজ্জামা।

হজ্জের পরিচয় ও পটভূমি

হজ্জ একটি আর্থিক ও শারীরিক ইবাদাত। হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের অন্যতম। হজ্জ-এর শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ-কোন সম্মানিত স্থানে গমনের সংকল্প। ইসলামি পরিভাষায় হজ্জ-এর অর্থ মক্কা মুআযযামায় অবস্থিত কাবা শরীফের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে কতিপয় বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের সংকল্প। নির্দিষ্ট দিনক্ষণে অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করাকেও হজ্জ বলে। নির্দিষ্ট স্থানগুলো হচ্ছে : মক্কা শরীফ ও পার্শ্ববর্তী মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফা। হজ্জের সময় হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের আট তারিখ থেকে বার তারিখ পর্যন্ত।

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন, সমর্থ্যবান মুসলিম নর-নারীর জন্য জীবনে অন্তত একবার হজ্জ করা ফরয। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার আবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে-ইমরান-৩ : ৯৭)

তবে মক্কার মুসলমানের জন্য গরিব হলেও হজ্জ ফরয। কারণ, তারা মক্কা মুআযযামার এত নিকটে বসবাস করে যে, তারা পায়ে হেঁটে হজ্জ পালন করতে পারে। এছাড়া মক্কার বাইরের লোক গরিব হলেও হজ্জের সময়ে মক্কাতে উপস্থিত থাকলে তার জন্য হজ্জ ফরয বা বাধ্যতামূলক। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ইসলাম বলে, যে স্ত্রীলোকের স্বামী জীবিত নেই সে এমন একজন সঙ্গীর সাথে মক্কা শরীফে গমন করতে পারবে যার সাথে উক্ত স্ত্রীলোকের বিবাহ হারাম। উপযুক্ত সঙ্গী না থাকলে স্ত্রীলোকের জন্য হজ্জ ফরয নয়।

হজ্জের নির্দেশ নতুন কিছু নয়। ইতিহাসে এর প্রবর্তনের কোন নির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ নেই। কুরআন মাজীদের বর্ণনানুসারে হযরত ইবরাহীম (আ) হজ্জের প্রচলন করেন। আল-কুরআনে উল্লেখ আছে-

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

"নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কা) তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী।" (সূরা আলে-ইমরান-৩ : ৯৭)

কুরআন মাজীদে এ ঘরকে 'আল-বাইতুল আতীক' বা সুপ্রাচীন পবিত্র ঘর রূপে আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ) হজ্জের প্রচলন করেন।

কাবা ঘর আল্লাহ তা'আলার ইবাদাতের সর্বপ্রথম ঘর। কুরআনে একে বাইতুল আতীক-সুপ্রাচীন ঘর বলা হয়েছে। এই স্থানে সকল প্রকার ঝগড়া-বিবাদ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ বলে এর অপর নাম 'বাইতুল হারাম'। দুনিয়ার প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ)ও এখানে ইবাদাত করতেন।

হজ্জ প্রবর্তনের সঠিক তারিখ জানা না গেলেও হজ্জের কতিপয় অনুষ্ঠান যথা- তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন এবং সাফা মারওয়ায়ে সাঈ মহানবি (স)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সময় থেকে হজ্জ একটি নিয়মিত অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। হজ্জের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ যা হযরত মুহাম্মদ (স) -এর সময় প্রচলিত হয় তা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুষ্ঠানের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

হজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো ব্যতীত শরীআত নির্ধারিত পন্থায় কাবা শরীফের তাওয়াফ করাকে উমরা বলা হয়। হজ্জের ফরয হচ্ছে (ক) ইহরাম বাঁধা, (খ) তাওয়াফ করা ও (গ) আরাফাতে অবস্থান। অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে ওয়াজিব ও সুন্নাত। ওয়াজিব তিনটি : (ক) সাফা মারওয়ায় সাঈ; (খ) মুযদালিফায় অবস্থান; (গ) কঙ্কর নিক্ষেপ ; (ঘ) বিদায়ী তাওয়াফ (বহিরাগত হাজীদের জন্যও)

(ঙ) মাথামুণ্ডন করা। যে সব কাজ বাদ পড়লে কুরবানী দিতে হয় তাও ওয়াজিব; বাকি সব সুন্নাত।

৬.২ হজ্জের ধর্মীয় গুরুত্ব

হজ্জ ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অন্যতম বুনিয়াদি ইবাদাত। এটি শারীরিক, মানসিক এবং আর্থিক ইবাদাতের অনন্য সমন্বয়। হজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে এ সম্পর্কে আলোচিত হলো :

হজ্জ একটি সার্বিক ইবাদাত : ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ হজ্জ একটি সার্বিক ইবাদাত। হজ্জ একাধারে দৈহিক, আর্থিক ও মানসিক ইবাদাত। এ অনন্য ইবাদাত দ্বারা নিষ্ঠা, তাকওয়া, নম্রতা, আনুগত্য, প্রবৃত্তি কামনা বাসনা শুদ্ধি, ত্যাগ, কুরবানী, আত্মসমর্পণ ও আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্য প্রভৃতির প্রেরণা ও ভাবাবেগ পৃথকভাবে বিকাশ লাভ করে।

মহান আল্লাহ প্রত্যেক সক্ষম ও সামর্থ্যবান মুসলিমের ওপর হজ্জ ফরয করে দিয়ে ঘোষণা করেন–

"মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য।" (সূরা আলে-ইমরান-৩ : ৯৭)

আর মুসলিমগণ হজ্জ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর এ নির্দেশই পালন করে থাকেন।

হজ্জব্রত পালনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। যার ওপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে সে যদি বিনা কারণে হজ্জ ব্রত পালন না করে তা হলে ধর্মচ্যুতি হওয়ার আশংকা আছে।

দোযখের শাস্তি হতে পরিত্রাণ : হজ্জ দোযখের আগুন হতে পরিত্রাণ দেয়। মহানবি (স) বলেন: "আল্লাহ যাকে হজ্জব্রত পালনের সামর্থ্য দিয়েছেন যদি সে হজ্জ না করে ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তা হলে সে দোযখের যন্ত্রণাদায়ক আগুনে পতিত হবে।"

এককেন্দ্রমুখিতা : হজ্জ মুসলমানদের এক ও অভিন্ন কেন্দ্রের অভিমুখী করে গড়ে তোলে। ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠী, গোত্র, ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির গণ্ডির উর্ধ্বে উঠে বিশ্বের সকল বিশ্বাসী মানবতা একই আল্লাহর ঘর কাবাতে এসে একাকার হয়ে এক অখণ্ড উম্মাহর অপরূপ নিদর্শন স্থাপন করে।

নতুন চেতনা শক্তি : কা'বা বিশ্বমানবতার হিদায়াতের কেন্দ্রবিন্দু। হজ্জ আদায়ের মধ্য দিয়ে প্রতি বছর গোটা দুনিয়ায় মুসলিম জনপদ এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী চেতনায় জেগে ওঠে।

৬.৩ হজ্জের সামাজিক শিক্ষা

হজ্জের সামাজিক শিক্ষা অনেক। যথা-

একত্ববোধ জাগ্রত করে : হজ্জের মৌসুমে সারা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যবদ্ধ হয়ে হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদনের সময় মুসলমানদের মনে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয় এবং জীবনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়।

ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, মনিব-ভৃত্য, কালো-সাদা মানুষ হজ্জের সময় যখন সেলাইবিহীন একই কাপড় পরিধান করে সর্বময় ক্ষমতার মালিকের সামনে হাজির হয়- তখন এক অপরূপ সাম্যের দৃশ্যের অবতারণা হয়।

হজ্জের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিমের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয় ও মেলামেশার সুযোগ লাভ করে এবং পরস্পর সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। হজ্জের অনুষ্ঠানমালা পালন করতে অসাধারণ শৃঙ্খলার পরিচয় দিতে হয়। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মুসলিম হজ্জের

প্রতিটি অনুষ্ঠান তথা তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সাঈ, আরাফাতের ময়দানে অবস্থান প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালনের সময় এক অপূর্ব শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচয় দেয়।

৬.৪ হজ্জের অর্থনৈতিক শিক্ষা

হজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক গুরুত্ব যেমন ব্যাপক- এর অর্থনৈতিক ভূমিকাও তেমনি অনেক। যথা-

অর্থনৈতিক সাম্য : হজ্জ মানুষকে মিতব্যয়ী ও সংযমী হতে শিক্ষা দেয়। হজ্জ এক দিকে যেমন অর্থলিপ্সা ও কৃপণতা থেকে উদ্ধার করে উদার হতে শিক্ষা দেয়। তেমনি বিলাসিতা ও নিরর্থক অপচয় করা থেকে বিরত থাকতে শিক্ষা দেয়। শুধু দু'খণ্ড সেলাইবিহীন সাদা কাপড় পরা, খালি মাথায়, খালি গায়ে নেহায়েত সরল সহজ ধরনের চালচলনের মাঝে মিত্যবায়িতার শিক্ষা লাভ করা যায়। হজ্জ মানুষকে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভূত করে সাম্যের পতাকা তলে সমবেত করে।

বিশ্বমুসলিম অর্থ তহবিল গঠন : প্রতি বছর বিশ্বের লক্ষ লক্ষ বিত্তবান মুসলিম মক্কা নগরীতে হজ্জ পালনের উদ্দেশে গমন করে থাকে। তাতে 'আরব সরকার' ও সেখানকার জনগণের আর্থিক সচ্ছলতা আসে, প্রচুর আয় বৃদ্ধি পায়। সৌদি সরকার হজ্জের আয় হতে বিভিন্ন গরিব দেশকে সাহায্য করে থাকেন। আর কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এমন অর্থ আয়ের সম্ভাবনা নেই। তবে হজ্জের আয় হতে যদি "বিশ্ব মুসলিম সংস্থা" সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে "বিশ্ব মুসলিম অর্থ তহবিল" গঠন করে বিশ্ব ব্যাংকের মতো বিরাট অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারত- তবে বিশ্ব মুসলিমের মহাকল্যাণ সাধন করতে পারত।

সারসংক্ষেপ

হজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান মক্কায় হজ্জ অনুষ্ঠান পালন করতে আসেন। হজ্জের প্রধান শিক্ষা হচ্ছে- হজ্জের কারণে হাজীদের জীবনের পাপরাশি মোচন হয় ও ঈমানকে শক্তিশালী করে। যখন তাঁরা মক্কাতে প্রবেশ করেন, তখনই ইসলামের প্রথম যুগের সমগ্র ইতিহাস তাঁদের মানসপটে ভেসে ওঠে। তাঁরা মক্কা নগরীর কাবাঘর, সাফা মারওয়া, মিনা, আরাফাত, মুযদালিফা প্রভৃতি স্থানে প্রাথমিক যুগের ইসলামের স্মৃতি দেখতে পান। এতে তাঁরা ইসলামের আদর্শে আবার অনুপ্রাণিত হন। এ ছাড়া মাসজিদে নববী দেখার ফলে মহানবি (স) ও তাঁর মহান সাহাবীদের কথা মানস্পটে ভেসে ওঠে। পৃথিবীর কোণে কোণে ইসলামের শান্তির বারতা পৌঁছানোর জন্য শক্তিশালী উপায় আর হতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা এ ইবাদাতকে সক্ষম বিশ্ব মুসলিমের ওপর ফরয করে দিয়েছেন।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	"বিশ্ব মুসলিম অর্থ তহবিল গঠন" কীভাবে করা যায় ? এ বিষয়ে একট ওয়ার্কশপ এর আয়েজন করুন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ কী ?

(ক) যাকাত (খ) সাওম (গ) হজ্জ (ঘ) নামায

২। কার ওপর হজ্জ ফরয ?

(ক) সুস্থ্য-প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির ওপর (খ) সামর্থ্যবান বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ওপর

(গ) মুসলিম নর-নারীর ওপর (ঘ) সবগুলো ঠিক

৩। কুরআন মজীদের বর্ণনানুসারে কে হজ্বের প্রচলন করেন ?

(ক) হযরত আদম (আ.) (খ) হযরত নূহ (আ.)

(গ) হযরত মুহাম্মদ (স) (ঘ) হযরত ইবরাহীম (আ.)

৪। কুরআন মজীদে কাবা ঘরকে বলা হয়েছে –

(ক) বায়তুল আতীক (খ) বায়তুন নূর

(গ) বায়তুল মামুর (ঘ) বায়তুল ফালাহ

৫। পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের প্রথম ঘর কোনটি ?

(ক) কাবা শরীফ (খ) বায়তুল মুকাদ্দাস

(গ) বায়তুল মোকাররম (ঘ) বায়তুল ইজ্জত

৬। হজ্জের নির্দিষ্ট দিনগুলো ব্যতীত শরীআত নির্ধারিত পন্থায় কাবা শরীফের তাওয়াফ করাকে বলে -

(ক) তাওয়াফ (খ) যিয়ারত

(গ) উমরা (ঘ) ঈদুল আযহা

৭। হজ্জের ফরয কয়টি ?

(ক) ০৩ টি (খ) ০৫ টি

(গ) ০৭ টি (ঘ) ১৩ টি

৮। শরীরিক, মানসিক ও আর্থিক ইবাদতের সমন্বয় কোন ইবাদতানুষ্ঠান ?

(ক) যাকাত (খ) সালাত

(গ) সাওম (ঘ) হজ্জ

৯। কোন ইবাদত করার ফলে মানুষ নবজাত ও শিশুর মত নিস্পাপ হয়ে যায় ?

(ক) সাওম পালন করলে (খ) হজ্জ করলে

(গ) যাকাত আদায় করলে (ঘ) সালাত আদায় করলে

১০। ইসলাম বিশ্ববাসীকে একটি এমন বস্তু দিয়েছে যার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত শান্তির আহবান জানাবে সেটা কি?

(ক মদীন শরীফ (খ) বালাদুন আমীন

(গ) কিবলা (ঘ) সব কটি ঠিক

সৃজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক-

জাফর সাহেব গত বছর হজ্জে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি পৃথিবীর নানা দেশের মুসলিমদের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। নারী-পুরুষ সবাই যেন একে অপরের ভাই। নেই হিংসা, নেই বিদ্বেষ। তাদের গায়ের রং, মুখের ভাষা,খাবার-দাবার, সংস্কৃতিতে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সকলের মধ্যে সম্প্রীতির অনন্য বন্ধন দেখে তিনি মুগ্ধ হন। হজ্জের বদৌলতে জাফর সাহেব বুঝতে পেরেছেন যে, ইসলামের এ অনিন্দ সৌন্দর্যের কারণেই বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ক. হজ্জ কী ? ১

খ. হজ্জ কোন ধরণের ইবাদত? ২

গ. হজ্জ ফরয হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি ? ব্যাখ্যা করুন । ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা: ১। গ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ক ৫। খ ৬। গ ৭। ক ৮। ঘ ৯। খ ১০। ঘ